রামকিঙ্কর

জীবনপঞ্জী

শান্তিনিকেতন পর্ব ১৯২৫ - ৮০

১৯২৫ : 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেশী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৯ বছর বয়সে কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। 'লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত শিল্পপ্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ এবং রূপোর পদক লাভ[১] ঐ একই প্রদর্শনী থেকে অধ্যক্ষ নন্দলাল পাচ্ছেন সোনার পদক।

১৯২৭ : নালন্দা, রাজগৃহ, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি ভ্রমণ। ভারতের প্রাচীনযুগের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মালিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৫ : ছাত্রাবস্থায় এইসময়ে কয়েকজন বিদেশী ভাস্করের কাছে ভাস্কর্যের পাঠ নেবার সুযোগ পান।
কায়রোতে পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আসেন ভিয়েনার মহিলা ভাস্কর লিজা ভনপট। কিছুদিনের জন্য তাঁর ছাত্র হন। শিষ্য বুর্দেলের শিষ্যা মাদাম মিলওয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এঁর কাছেই মূর্তি গড়া ও ছাঁচ নেবার কাজ শেখেন। মিলওয়ার্ড -এর সুদক্ষ সহযোগিতা এবং ইউরোপীয়ান ভাস্করদের উপর বিশদ আলোচনা তাঁকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে বিশেষ সাহায্য করে।
মিলওয়ার্ড চলে যাবার অল্প কিছুদিন পরে আসেন ইংরেজ ভাস্কর বের্গম্যান। মাটির টালিতে শেখান রিলিফের কাজ।

১৯২৯ : কলাভবনের পুরো শিক্ষা (Full Course of Instruction) শেষ করে শান্তিনিকেতনেই স্বাধীনভাবে শিল্পকাজ আরম্ভ করেন।
প্লাস্টারে করেন ৩০ সে.মি. উচ্চতার কচ ও দেবযানী।

১. শ্রীমতী মালতী সেন এবং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা 'বিশ্বভারতী' হাতে লেখা পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সংবাদ' -এ 'কলাভবনের উদীয়মান শিল্পী শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর প্রামানিক' -এর 'রৌপ্য পদক' প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২ সালের মুদ্রিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ১৬১ পৃষ্ঠায় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী' লিখিত 'আশ্রম সংবাদ' -এ ঐ প্রদর্শনী থেকে 'শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর প্রামানিক' -এর সুবর্ণপদক' প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৩০ : কিছু সময়ের জন্য কলাভবনের শিক্ষকতার কাজে সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত থাকেন।
'কারুসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা। আটজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম একজন। এই সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ও.সি. গাঙ্গুলীর ফরমাসে ৫০ টাকা দক্ষিণায় করেন সিমেন্টের টালিতে অজন্তার আদলে দুটি রাজহাঁস। আঁকেন গুরুসদয় দত্তের ছড়ার বই 'চাঁদের বুড়ী'র জন্য ছবি।
১৯২৫ -' ৩০-এর মধ্যে আঁকা তাঁর বেশীরভাগ জলরঙ এবং কালির ড্রইংগুলি হল ভাস্কর্যের জন্য করা প্রাথমিক খসড়া। এখান থেকেই তাঁর বিমূর্ত পর্যায়ের শুরুর সময়সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩১ : অল্প কিছুদিনের জন্য আসানসোলের ঊষাগ্রাম মিশনারী স্কুলে শিল্প-শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন।
এই বছরে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্যমালা 'মিথুন'।

১৯৩২-৩৩ : ৩২ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে দিল্লীর মডার্ন স্কুলে শিল্পশিক্ষক হিসাবে যোগদান। ৬ মাস পর পুনরায় শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন। চুন-সুরকি দিয়ে দিল্লীতে করেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার একটি সরস্বতীর প্যানেল। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে এটিকেই তাঁর প্রথম কাজ বলা যায়।

১৯৩৪ : কলাভবনে স্থায়ী শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন।

১৯৩৫ : 'শ্যামলী'র মাটির দেয়ালে করেন হাই - রিলিফের কাজ। এখানে নন্দলাল ও অন্যান্যদের কাজ ছাড়াও তাঁর কাজ আছে ঘরের প্রধান প্রবেশ - দ্বারের দুপাশে পোড়ামাটির (?) 'সাঁওতাল ও মেঝেন' -এর দ্বারপাল রিলিফ, পূর্বকোণে 'সাঁওতাল দম্পতি' এবং পেছনের দেয়ালে বাঁকুড়ার টেরাকোটা ছাঁচে 'কৃষ্ণগোপিনী' (কপি) প্রভৃতি। শান্তিনিকেতনে করা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য হিসাবে এগুলিকেই তাঁর একেবারে প্রথম পর্বের কাজ বলা যায়। ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন তাঁর সর্বপ্রথম পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'সুজাতা'। মাইহার রাজদরবার থেকে শান্তিনিকেতনে আসনে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। থাকেন ১৫ দিন। এইসময়ে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'আলাউদ্দিন খাঁ'র হেড পোট্রেট।

১৯৩৬ : সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে আরম্ভ করেন ব্ল্যাক হাউস বা কালোবাড়ীর মাটির দেয়ালে রিলিফের কাজ।
এই বছরে সিমেন্ট করেন যথাক্রমে ৫২ সে.মি উচ্চতার 'শ্রীমতী জয়া' এবং ৭৬ সেমি . উচ্চতার 'গাঙ্গুলীমশাই'।

১৯৩৭ : মডেলিং শেখানোর দায়িত্ব নেন।
শেষ করেন কালোবাড়ির কাজ। অন্যান্যদের কাজ ছাড়াও তাঁর কাজ আছে বাড়ীর সম্মুখভাবে কোচিনের মুরাল পেন্টিং থেকে নেওয়া ড্রাইং -এর সাহায্যে করা শিববিবাহের প্যানে।। এবং 'বাদনরত 'সাঁওতাল' প্রভৃতি। এই বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে তেলরঙ নিয়ে ঐকান্তিকভাবে পরীক্ষা - নিরীক্ষা শুরু করেন। এই সময়ে করা তাঁর প্রথম 'গুরুত্বপূর্ণ' তেলরঙের ছবিটি হল 'সোমা যোশী' প্রতিকৃতি বা 'লেডি উইথ ডগ'।

১৯৩৮ : এই বছরের শেষের দিকে ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'সাঁওতাল পরিবার'। ৪৬ সে.মি. উচ্চতার প্লাস্টারে করেন রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত প্রতিকৃতি ভাস্কর্য 'পোয়েটস হেড' এবং বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'পিকনিক'।

১৯৩৯ : ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কলাভবনের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।
৫২ সে.মি. উচ্চতার কাস্ট সিমেন্ট করেন বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'হেড অফ এ ওম্যান'।

১৯৪০ : পুরানো গেস্ট হাউসের সামনে করেন পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'ল্যাম্পস্ট্যান্ড' বা 'বাতিদান'। এই কাজটিকেই ভারতবর্ষে

সর্ভপ্রথম বিমূর্ত ভাস্কর্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩৫'-৪০ সাল হল তাঁর শিল্পীজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অধিকাংশই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকাজ এই সময়সীমায় করা।

১৯৪১ : জুলাই মাসে উদয়ন-এর উপরতলার ঘর থেকে চিকিৎসার জন্য অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের কলকাতা যাত্রা। অসুখে পড়ার অল্প কিছুদিন আগে তাঁকে দেখে করেন রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিকৃতি ভাস্কর্য।

'৪১ -এ গুরুদেবের মৃত্যু। এর অল্প কিছুদিন পর অবনীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীয় আচার্যরূপে যোগদান।

১৯৪২ : কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকেরা দল বেঁধে করেন চীনাভবনের ফ্রেস্কো ও রিলিফের কাজ। বলা যায় শান্তিনিকেতনে দল বেঁধে কাজ করার এটাই ছিল শেষ বড় কর্ম উৎসব। শঙ্খ চৌধুরী, প্রভাত সেন প্রমুখ ছাত্রদের নিয়ে করেন বাইরের দেয়ালের রিলিফের কাজ।

'৪২ -এর যুদ্ধ, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকেন।

জুন মাসের শেষদিকে বীরভূম জেলায় ঘন্টায় ৫০ মাইলেরও বেশি বেগে ঝড় বয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতন কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আঁকেন বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'আফটার দ্য স্টর্ম' বা 'ঝড়ের পরে'। দিল্লীতে প্রথম একক প্রদর্শনী।

১৯৪৩ : '৪৩ -এর মন্বন্তর। মন্বন্তরের প্রভাব তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়।

ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন অন্যতম বিশিষ্ট মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'ধানঝাড়া' এবং ৪৮ সে মি. উচ্চতার কাস্ট সিমেন্টে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য।

১৯৪৪ : ১৮ থেকে ২১শে অক্টোবর দিল্লীর ম্যাসে হলে (Massey Hall) তাঁর ও বিনোদবিহারীরর যুক্ত প্রদর্শনী। শান্তিনিকেতনের হ্যাভেল হলে দিল্লী থেকে ফিরে আসা ঐ একই ছবির যুক্ত প্রদর্শনী।

১৯৪৫ : 'নেপাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এর জন্য কয়েকটি ভাস্কর্য তৈরীর কাজে নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে এই বছরেই প্রথম যান দেশের বাইরে, নেপালে। কোন পৃষ্ঠপোষকের পৃষ্ঠপোষণায় করা এটাই ছিল তাঁর প্রথম কাজ।

আরম্ভ করেন বর্তমান লেডিজ হোস্টেলের সামনে ডাইরেক্ট কংক্রীটের 'বুদ্ধমূর্তি'র কাজ।

১৯৪৬ : ২১শে সেপ্টেম্বর বলরাজ সাহানীর পরিচালনায় সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত হিন্দী নাটক 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী'র মঞ্চসজ্জা দায়িত্ব নেন। 'সিংহসদন' -এ অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকাপের দায়িত্ব নেন। ১৮ই নভেম্বর প্যারিসের 'প্রেসিডেন্ট উইলসন এ্যাভিন্যু'র 'মর্ডান আর্ট ম্যুজিয়াম'-এ অনুষ্ঠিত আধুনিক শিল্প প্রদর্শনীতে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইডেন, হল্যাণ্ড, তুর্কী, কানাডা, চীন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দেশসহ বিশ্বের ৩৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষাবিভাগ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছবি প্যারিসের ঐ প্রদর্শনীতে পাঠায়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তংার করা 'কোপাই' নামের তৈলচিত্রটি। দেশের বাইরে বিদেশে এটিই ছিল তাঁর সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ : বিশ্বভারতীর সাধারণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রাজশেখর বসুর 'ভূষুণ্ডির মাঠে' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন। পরের নাটকটি কলকাতার 'রঙমহল' নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। উপস্থিত থাকেন লেখক স্বয়ং রাজশেখর বসু। নাটকটি কলকাতায় বহুল প্রশংসিত হয়।

১৯৪৮ : শান্তিনিকেতনে 'দ্বারিক' গৃহে মঞ্চস্থিত ইংরাজী 'ওথেলো' নাটকের মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন।

তেলরঙ এবং জলরঙে করেন অন্যতম বিশিষ্ট কাজ, মণিপুর রাজকন্যা, কলাভবনের ছাত্রি 'বিনোদিনী'র প্রতিকৃতি[২]।

বুদ্ধগয়া, রাজগীর প্রভৃতি ভ্রমণ।

২। ১৯৪৫ -এ প্রথমবার আসেন বিনোদীনী। থাকেন সম্ভবত? একবছর। ১৯৪৭-এর আগস্টে আসেন দ্বিতীয়বার এবং ১৯৪৯ -এর এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন। পরবর্তী সময়ে রাম- কিঙ্করকে নায়ক করে তিনি মণিপুরী ভাষায় একটি নাটক লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

১৯৪৯ : ২রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারাভারত ভ্রাম্যমান চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

২০শে মার্চ কলকাতার 'নিউ এম্পায়ার বোর্ড-এ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের দ্বারা মঞ্চস্থিত সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' নাটকে মেকআপ ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন। নাটকটি কলকাতায় বহুল প্রশংসিত হয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেপালের অরণ্য-পর্বত ও তার জীবনযাত্রার উপর চারশিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্যের যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র প্রদর্শন।

এই বছরের শেষের দিকে অল্পকালের জন্য 'ক্যালকাটা গ্রুপ' -এর সভ্য হিসাবে যোগদান[৩]।

১৯৫০ : শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ।

জুলাই-এ প্যারিসের 'সেলোন দ্য রিয়েলিটি ন্যুভেলি'র (Salo de Realite Nouvelle) ৫ম আন্তর্জাতিক বিমূর্ত শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর তিনটি ছবি দেখান হয়।

এই বছরে করেন তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'কৃষ্ণের জন্ম'।

১৯৪০ - ৫০' -এর মধ্যে বিমূর্ততার সমস্যা, সুররিয়ালিস্টিক আকার, কিউবিজম এবং রিয়ালিজমের দিকে নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন।

৩. 'ক্যালকাটা গ্রুপ' -এ রামকিঙ্করের যোগদানের কথা দাবী করেন এই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁর লেখা 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের উপর লেখা এই গ্রন্থভুক্ত নীতিদীর্ঘ নিবন্ধের কথা উল্লেখ করে এই গ্রুপেরই আর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরিতোষ সেন' ৮৮ সালের ৫ই জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখেন— 'এই কথাটি কখনও কখনও এই সমালোচকের কানে এসেছে যে, রামকিঙ্কর নাকি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনই এই গ্রুপের (ক্যালকাটা) সদস্য হননি। গ্রুপের আগ্রহেই নাকি তিনি দু'একবার মাত্র প্রদর্শনীতে কাজ পাঠিয়েছিলেন।' প্রদোষ দাশগুপ্ত এই লেখা পড়ে '৮৮ সালের ৫ই জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখেন— 'এই কথাটি কখনও কখনও এই সমালোচকের কানে এসেছে যে, রামকিঙ্কর নাকি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনই দু'একবার মাত্র প্রদর্শনীতে কাজ পাঠিয়েছিলেন।' প্রদোষ দাশগুপ্ত এই লেখা পড়ে '৮৮ সালের ১১ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সমীপেষু কলমে একটি চিঠির মাধ্যমে রামকিঙ্করের এ গ্রুপে যোগদান বিষয়ে তাঁকে লেকা রামকিঙঙ্করের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে (স্মৃতি থেকে) তিনি আবার লেখেন —'১৯৪৯ সালের শেষের দিকে রামকিঙ্কর ক্যালকাটা গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন।' এবং ক্যালকাটা গ্রুপের যৌথ প্রদর্শনীতে একবার এবং বোম্বের 'প্রেগ্রেসিভগ্রুপ' -এ একবার তাঁর ছবি দেখানো হয়। এছাড়াও কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯৭৬ সালের 'কবিপত্র' পত্রিকার বিশেষ শিল্পসংখ্যার ৩৪নং সংকলনের ৬২ পৃষ্ঠায় 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নাক প্রবন্ধে পরিতোষ সেন

লিখেছিলেন— 'তিনি (রামকিঙ্কর) সরাসরি আমাদের দলের সদস্য না থকালেও তাঁর কাজ আমাদের গ্রুপ শো-তে (ক্যালকাটা) কয়েকবারই দেখানো হয়ে হল।'

১৯৫১ : প্যারিসের 'সেলোন দ্য ম্যে'র (Salon de Mai) আন্তর্জাতি চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতসরকারের আমন্ত্রণে দুটি ছবি পাঠান।

১৯শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববারতীর ছাত্রদের দ্বার গঠিত 'সাহিত্যিকা' নামের সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতন' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'দ্বারিক' গৃহে শিক্ষা- ভবনের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক মঞ্চস্থিত 'ওথেলো' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

১৯৫২ : 'Monument of Unknown Political Prisoner' নামে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক বিশ্বব্যাপী ভাস্কর্য প্রতিযোগিতার জন্য বোম্বাই-এ গঠিত কমিটিতে 'ধানঝাড়ার (Harvesster) একটি ছোট মডেল পাঠান। কাজটি পরিত্যক্ত হয়। নির্বাচিত হয় আর এক অংশগ্রহণকারী প্রদোষ দাশগুপ্তের 'Bondage' নামের কাজটি।

১৯৫৩ : ২৮ থেকে ৩০শে জানুয়ারী ভাস্কর্যের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় (Faculyt of art) কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

'সাহিত্যিকা' নামক সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা নাটকের মঞ্চসজ্জা, মেকআপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও 'ধনঞ্জয়' -এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বোম্বাই, ঔরাঙ্গাবাদ, ইলোরা, কোণারক, গোপালপুর প্রভৃতি ভ্রমণ।

১৯৫৪ : ভারত সরকার কৃর্তক 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ আর্ট -এর (Lalit Kala Akademi) সদস্য নির্বাচিত হন।

এই বছরে করেন ১৫২ সে.মি. উচ্চতার প্ল্যাস্টারের অন্যতম বিশিষ্ট ভাস্কর্য 'স্পীড' বা 'গতি'।

১৯৫৫ : দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্য তৈরীর জন্য ভারতসরকারের আমন্ত্রণ পান[৪]।

১৯৫৬ : বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের দ্বারা গঠিত 'শিল্পকলা' নামের শিল্পকলা অধ্যয়ন সঙ্গের) (Study circle on art) সহ সভাপতি নির্বাচিত হন।

৯ই অক্টোবর তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূঁতির ব্রোঞ্জের প্রতিলিপি (Casting) ভারতসরকার কর্তৃক হাঙ্গেরীর বালাতন হ্রদের তীরে স্থাপন করা হয়।

ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন অন্যতম বিশিষ্ট পরিবেশীয় ভাস্কর্য 'কলের বাঁশী'। শুরু করেন 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্যের জন্য খাদান-এর (Quarry) কাপ।

৪. ১৯৫৮ জুলাই সংখ্যার 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ এই ভাস্কর্যটি তৈরীর জন্য আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার সহ ১৯৫৮ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্যটির খাদানের কাজ চলাকালীন বৈজনাথ থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে রামকিঙ্করের লেকা যে কয়েকটি চিঠি দেখেছি তাঁর সন ১৯৫৭, সুতরাং '৫৮-র আগেই তিনি আমন্ত্রণ পান। এছাড়াও আমন্ত্রণ পাওয়ার সন' ৫৮ -না হয়ে '৫৪ হবে বলে জানিয়েছেন সহকারী প্রণব দেববর্মণ।

১৯৫৭ : গ্রীষ্মের ছুটির ঠিক আগেই কলাভবনের ছাত্র - শিক্ষক কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও 'বিশুপাগল' -এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২৬শে অক্টোবর দিল্লীর যুব উৎসবের জন্য সঙ্গীতভবন মঞ্চে আন্তিগোনে' নাটকের মহড়ায় সহযোগিতাকালে বিশ্বভারতীর ইংরাজীর অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ সুধীন ঘোষ কর্তৃক দারুণভাবে প্রহৃত হন[৫]।

১৯৫৮ : মন্দিরের টেরাকোটার ছাঁচ নেবার জন্য ৩০শে জুলাই মডেলিং -এর ছাত্রদের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী ইলাম-বাজার সংলগ্ন গ্রাম ঘুরিয়া গমন।

'যক্ষ-যক্ষীর খাদানের কাজ বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি। অভিযুক্ত সহযোগী রামজকুমার জেঠলির বিদায়। আগস্টে ঐ ভাস্কর্যের সহযোগী হিসাবে প্রণব দেববর্মণ -এর যোগদান।

২—৭ই অক্টোবর বিশ্বভারতী আয়োজিত বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরী হলে গান্ধীজির উপর এক বিশেষ যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

৮ই ডিসেম্বর নন্দলালের ৭৬তম জন্মবার্ষিকীতে কলাভবন আয়োজিত সভায় গুরু নন্দলালে উপর বক্তৃতা প্রদান।

ভারতসরকার আয়োজিত দিল্লীর বর্তমান প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ইউ.জি.সি.-র বিজ্ঞানমঞ্চ অলংকরণের দায়িত্ব নেন। পরবর্তী সময়ে করা নাট্যঘরের অসমাপ্ত কাজ 'বার্থ অফ ফায়ার' বা 'আগুনের জন্ম'র প্রাথমিক পরিকল্পনা এখানেই।

১৯৫৯ : কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ' নাটকে মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন।

এই বছরের শেষের দিকে শেষ করেন 'যক্ষ-যক্ষী'র খাদানের কাজ।

১৯৫৪-৫৯ পর্যন্ত 'যক্ষ-যক্ষী' নিয়ে তাঁকে একটি ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায়।

৫. চল্লিশ দশকের মাঝমাঝি থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত নাটক নিয়ে রামকিঙ্কর গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করেন। বহু বাংলা ও ইংরাজী নাটক পরিচালনা কিংবা মঞ্চসজ্জা কিংবা মেকআপের দায়িত্ব নেন। এগুলির মধ্যে প্রেমচন্দ্রের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী', সুকুমার রায়ের 'হ-য-র-ল', রাজশেখর বসুর 'ভুষুণ্ডির মাঠে', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক কোনটির মঞ্চসজ্জা বা মেকআপ বা পরিচালনায় অসামান্য সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রাখেন।

১৯৬০ : নভেম্বরের শেয়দিকে 'ছাত্র সম্মিলনী'র উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের সিংহ- সদনে ৬ দিন ব্যাপী তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। প্রদর্শনী উপলক্ষে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের উপর সুধীরঞ্জন দাস এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত ভাষ্য পাঠ।

কলকাতার শ্যামবাজারের প্রস্তাবিত নেতাজী মূর্তি জন্য তাঁর করা নেতাজীর ম্যাকেট (খসড়া) কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় একবছর।

১৯৬১ : ২৬শে সেপ্টেম্বর —১লা অক্টোবর 'কলকাতা আর্ট কাউন্সিল' -এর নেতাজীর ম্যাকেট (খসড়া) কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় একবছর।

১৯৬২ : রেল কর্তৃপক্ষ 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্যের জন্য ব্যবহৃত পাথর বহনের খরচ বাড়িয়ে দিলে '৬০—'৬২-র সময়সীমায়

কর্তপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সংশোধিত রেলভাড়ার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছালে '৬২ সালের আগস্ট - সেপ্টেম্বর নাগাদ রেল বিশাল ওজনের আটখণ্ড পাথর বৈজনাথ থেকে দিল্লীতে পৌঁছে দেয়। ভাস্কর্যটি তৈরীর জন্য পূর্বনির্ধারিত আর্থিক মুল্যেরও সংশোধন (Revision of Estimate) করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

১৯৬০—'৬২ চিত্র ও ভাস্কর্যে 'নেতাজী'কে বিষয় করে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায়।

১৯৬৩ : লেডিজ হোস্টেলের সামনে করেনন 'মোষ ও ফোয়ারা' ভাস্কর্য।

অক্টোবর নাগাদ শুরু করেন 'যক্ষ-যক্ষী খোদাই -এর কাজ।

১৯৬৪ : নভেম্বর - ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করেন 'যক্ষ - কক্ষী'র খোদাই -এর কাজ।

১৯৬৫ : চাত্রদের সহযোগিতায় করেন উত্তরায়ণের 'পম্পা'র ভাস্কর্য তিমিমাছ। এরপর ছাত্রদের সহযোগিতায় 'নাট্যঘর' মঞ্চের বাঁদিকে প্রথমে করেন নটমল্লার রাগের উপর বীণা হাতে নৃত্যরতা নারী এবং পরে ঐ মঞ্চেরই ডানদিকে করেন 'লানল ফকির' নামের রিলিফ।

অক্টোবর —নভেম্বর নাগাদ 'যক্ষ - যক্ষী'র প্যাডেস্টলে বসানোর কাজ শুরু করেন।

টাইফায়েড আক্রান্ত রামকিঙ্করকে কয়েকদিনের জন্য বিশ্বভারতীর হাস - পাতালে ভর্তি করা হয়।

১৯৬৬ : নাট্যঘর মঞ্চের উপরে আরম্ভ করেন 'বার্থ অফ ফায়ার' বা 'আগুনের জন্ম' নামের রিলিফ। কিছুদুর করার পর প্রতিকূল অবস্থার মুখে কাজটি মধ্যপথে বন্ধ করে দিতে হয়[৬]।

ফটো দেখে করেন ত্রিপুরার মহারাজার প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। পৃষ্ঠপোষকের মনোমত না হওয়ায় কাজটি গৃহীত হয়নি।

কলাভবনের ছাত্র - ছাত্রী কর্তৃক সঙ্গীতভবন মঞ্চে মঞ্চস্থিত অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণ পালা' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মেকআপের দায়িত্ব নেন।

'যক্ষ-যক্ষী'র প্যাডেস্টলে বসানোর কাজ শেষ করেন। ১১ ফুট কংক্রীটের 'যক্ষ-যক্ষী'র প্যাডেস্টল বাদ দিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২১ ফুট উচ্চতার এই পরিবেশীয় ভাস্কর্য দুটিতে সহযোগী হিসাবে ছিলেন প্রণব দেববর্মণ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্থুর জেলার শেখ ইমাম এবং তাঁর দলের লোকজন। পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে 'যক্ষ-যক্ষী'ই হল তাঁর শেষ বড় কাজ।

৬. কাজ চলাকালীন রবীন্দ্রসপ্তাহ, ফিলসফি সেমিনার প্রভৃতির কারণ দর্শিয়ে নাট্যঘর ব্যবহারের জন্য ঐ কাজের উদ্দেশ্যে বাঁধা ভারা খুলে দিতে ২৫/৭/৬৬ তারিখে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষ রামকিঙ্করকে একটি লিখিত বিজ্ঞপিবত দেয়। এরপর কাজ আর এগোয়নি। সহকারীদের মতো 'নগ্নমূর্তির'র মন্তব্যে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়।
এ প্রসঙ্গে কুণাল সাহার 'কিঙ্করদার কিছুটা সময়' নামক এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯৬৭ : ২৪—৩০ জুলাই 'নন্দনে' তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

গগনেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নন্দনে অনুষ্ঠিত যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার কমিটির জন্য প্লস্টারে করেন 'বাগদেবী'। কর্তপক্ষের মনোমত না হওয়ায় কাজটি গৃহীত হয়নি।

কলাভবনের ৬৫ জন ছাত্রসহ বাঁকুড়ার, বিষ্ণুপুর ভ্রমণ।

১৯৬৮ : এপ্রিলে ছ-মাসের জন্য অস্থায়ী প্রফেসর পদে উন্নয়ন।

১লা মে থেকে ১লা জুলাই কলাভবনে অনুষ্ঠিত গ্রাফিকস্ আর্ট ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ।

আসাম সরকারের জন্য ডাইরেক্ট কংক্রীটে করেন কলাভবনের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'মহাত্মা গান্ধী'। পৃষ্ঠপোষাকের পৃষ্ঠপোষণার অরিরিক্ততায় কাজটি শেষপর্যন্ত সহকারীদের হাতে ছেড়ে দেন।

২৬শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর 'নন্দন'-এ ইউনেস্কোর তরফ থেকে ইউরোপীয় শিল্পকলার (১৯০০—'২৫) প্রদর্শনী। প্রদর্শনী উপলক্ষে ৩রা নভেম্বর 'শান্তিনিকেতন ও আধুনিক শিল্প আন্দোলন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলাভবনের ছাত্র - ছাত্রী কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ইংরেজী নাটক 'পোয়েটেস্টাস' অফ ইম্পাহান' এর মঞ্চসজ্জা, মেকআপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নেন[৭]।

১৯৬৯ : কলাভবনের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য 'মহাত্মা গান্ধী'র ব্রোঞ্জ কাস্টিং আসাম সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই বছরের গোড়ায় স্থায়ী প্রফেসর পদে উন্নয়ন। এইসময় থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। এই বছরে করেন বিশিষ্ট তৈলচিত্র 'নেতাজী সুভাষ'।

হরিসাধন দাশগুপ্ত তাঁকে নিয়ে করেন তথ্যচিত্র।

৭. রামকিঙ্করের সহযোগিতায় নাটকটি এর আগেও শান্তিনিকেতনে কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭০ : ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ৫ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী ছাত্র সম্মিলনী কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। 'শ্যামলী' গৃহের সামনে বিশ্বভারতী কর্মীমণ্ডলী কর্তক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ 'নন্দন' -এ তাঁর ও বিনোদবিহারীর যুক্ত প্রদর্শনী।

গুরুতর অসুস্থ রামকিঙ্করকে কয়েকমাসের জন্য কলকাতার মেডিকেল রিসার্চ ইউস্টিটউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। তাঁর সেই বলিষ্ঠ শরীর এই সময় থেকেই ভেঙে পড়ে। এই সময়েই কলাভবন অধ্যাক্ষের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর কাজগুলিকে এক জায়গায় এনে তাঁর সমস্ত শিল্পকাজের একটি চিত্রপঞ্জী তৈরীতে সাহায্য করার জন্য সমস্ত রামকিঙ্কর অনুরাগীদের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখা হয়।

১৯৭১ : ২৫শে মে কলাভবনের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৭২ : ২৫শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল কলকাতার 'বিড়লা এ্যাকাডেমী অফ আর্ট এন্ড কালচার' -এর উদ্যোগে কলকাতায় তাঁর দ্বিতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।

২৫শে জুন 'রবীন্দ্রমেলা' সংগঠনের তরফ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্বর্ধনা। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের

উপর বক্তব্য রাখেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।
নন্দন' -এ তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।
৬ই ডিসেম্বর কলাভবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'নন্দন -এ অনুষ্ঠিত যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

১৯৭৩ : ৫ই জুন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে তাঁর চিত্র, ভাস্কর্য ও এচিং-এর ফটোপ্রিন্ট প্রদর্শনী।
৬৭তম জন্মদিনে কলাভবনে তাঁর সম্বর্ধনা।
কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে সারাবাংলা যুব উৎসবের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।
এই বছরের জুলাই মাসে দেবব্রত রায় -এর পরিচালনায় ভারত সরকারের সিনেমা বিভাগ তাঁকে নিয়ে করেন ৪০ মিনিটের তথ্যচিত্র 'রামকিঙ্কর'।

১৯৭৪ : ১০ - ১৫ই আগস্ট রবীন্দ্রসপ্তাহ উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্মীমণ্ডলী এবং কলাভবনের যৌথ উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে তাঁর চিত্র. ভাস্কর্য ও স্কেচ - এর একক প্রদর্শনী।

১৯৭৫ : ৩রা জানুয়ারী 'চলমান শিল্পগোষ্ঠী'র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতার সাউথ-ইস্ট মন্বুজ - মনোহর দাস তড়াগ -এ তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী।
মে মাসের শেষদিকে কলকাতার বিভিন্ন খোলা জায়গায় স্থাপিত মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলি সম্পর্কে মতামত দানের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

১৯৭৬ : লালিতকলা একাডেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ৬ই আগস্ট ললিতকলা একাডেমির পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্বর্ধনা।
কলাভবন আয়োজিত 'নন্দন' -এ তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনী।
'বলিদান' নামের খসড়া ভাস্কর্য (ক্লে-ম্যাকেট) করেন এ বছরের মে-মাসে। ভাস্কর্যটিকে প্যাডেস্টালসহ ১৪ ফুট উচ্চতায় এনে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর খোলা মাঠে উত্তরের পরিবেশীয় ভাস্কর্য হিসাবে শেষ বড় কাজ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর খসড়াটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ার কাজটি অনুমোদন পায়নি[৮]।

১৯৭৭ : ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতী সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। সি.এম.ডি.এ. আয়োজিত কলকাতায় এ্যাসেমব্লির বাগানে ৫০ জন ভাস্করের যৌথ প্রদর্শনীতে 'রাজপথ' নামের একটি ভাস্কর্য পাঠান। প্রদর্শনী চলে একমাস[৯]।
ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর দেওয়া রতনপল্লীর মাটির বাড়ীর দীর্ঘ আবাসন ছেড়ে বিশ্বভারতীর দেওয়া এন্ড্রুজপল্লীর ২০নং কোয়াটার্সে উঠে আসেন। গুরুতর শারীরিক অবনতির শুরু।

১৯৭৮ : শারীরিক অসুস্থতা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। হাতের কাঁপুনি শুরু হয়। মুখে কথা জড়িয়ে আসে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়, প্রচণ্ড বাতের আক্রমণে পঙ্গু, অন্ধপ্রায় তিনি শয্যাবন্দী হয়ে পড়েন। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টির চিকিৎসার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৩০০০ টাকা অনুমোদন করেন।

১৯৭৯ : ২২শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন।
৩রা নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর জাপানের 'ফুকুওকা' শহরে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান শিল্প প্রদর্শনী'তে ভারত সরকারের উদ্যোগে তাঁর একটি ছবি ও ভাস্কর্য পাঠানো হয়!
মস্কোয় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলার প্রদর্শনী সাজাবার জন্য তাঁর করা ব্রোঞ্জের রবীন্দ্রনাথের মূর্ত আবক্ষ ভাস্কর্যটি ভারত সরকারের উদ্যোগে পাঠানো হয়।
দিল্লীর ললিতকলা একাডেমির সিলভার জুবিলি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।
নভেম্বরে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী হাঙ্গেরীর বালাতন হ্রদের তীরে রামকিঙ্করের করা রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জের মূর্ত আবক্ষ প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটি সরিয়ে অন্য ভাস্করের করা 'উপযুক্ত' রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসাতে চাইলে ভাস্কর্যটির অপসারণ রোধে এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং সাধারণের পক্ষ থেকে তুমুল প্রতিবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি। মন্ত্রী মহোদয় মূর্তিটি অপসারণে বিরতি দেন[১০]।
অসুস্থ রামকিঙ্করের যথাযথ চিকিৎসা ও পরিচর্যায় তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'লোকচিত্রকলা' পত্রিকা, 'পেন্টার্স ফোরাম' নামের শিল্পীগোষ্ঠী এবং কলকাতা শহরের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর তরফ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখা হয়।

৮. মাসখানেক পর প্রায় দু'ফুট উচ্চতায় একটি প্লাস্টারে করেন। এই ভাস্কর্যের মাটির মূল খসড়াটি শান্তিনিকেতনে সৌমেন অধিকারী'র ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।
৯. এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রদর্শিত কাজগুলি থেকে বিশিষ্ট কাজ বেছে নিয়ে কলকাতার খোলা জায়গায় বড় করে করা। বলা বাহুল্য পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি।

১৯৮০ : ২৩শে মার্চ দু'জন ডাক্তার ও ছাত্র প্রভাস সেনের সঙ্গে 'নিউরোপেথিক রুগী'র রামকিঙ্করকে বিশ্বভারতীর গাড়ীতে করে চিকিৎসার জন্য কলকাতার শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়।
কলকাতায় নিয়ে আসা হলে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনে সপ্তাহব্যাপী শিল্পমেলায় 'গণতান্ত্রিক লেখক - শিল্প - কুশলী'র তরফ থেকে তাঁকে শেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়।
প্রস্টেটগ্ল্যান্ডের অসুখে মলমূত্র ত্যাগ এবং খিদে - অখিদের সমস্ত বোধ হারিয়ে- ছিলেন তিনি। চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেন সান্ট অপারেশনের (Shunt Operation) মাধ্যমে মস্তিস্কে জমে যাওয়া জল বার করে, মস্তিস্কে সান্ট বসিয়ে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।
তাঁর চিকিৎসায় যাবতীয় খরচখরচার দায়িত্ব নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয়।
২৫শে জুলাই হাসপাতালে বসে তিনি করেন তাঁর জীবনের শেষ ছোট্ট মাটির কাজ 'দুর্গামূর্তি'।
২৬শে জুলাই অস্ত্রপচার করা হয়। ঐ সময় বিশ্বভাবতীর তরফ থেকে উপস্থিত থাকেন কলাভবনের একজন

অধ্যাপক।

অস্ত্রপ্রচারের পর দু'একদিন সুস্থ থাকেন। এরপর মস্তিষ্কে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

৩১শে জুলাই তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ঘোষণা করা হয়।

২রা আগস্ট, শনিবার, মধ্যরাত্রি সাড়ে বারোটায়, ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্র রমিকিঙ্কর বেইজ। মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশে ছিলেন ভাইপো দিবাকর। ৫৫ বছরের একটানা বসবাসের প্রিয় ভূমি শান্তিনিকেতনেই দাহ করা হয় তাঁকে। মুখাগ্নি করেন একমাত্র ভাইপো দিবাকর বেইজ।

সংকলন : প্রকাশ দাস

তথ্যসূত্র নিম্নলিখিত বই থেকে সংগৃহীত হয়েছে
রামকিঙ্কর
সম্পাদনা - প্রকাশ দাস
এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রা. লি.
প্রথম প্রকাশ কাল ১৯৮৯

রামকিঙ্করকৃত ভাস্কর্য ও চিত্র

ভাস্কর্য

১. মা ও ছেলে (১৯২৮), প্লাস্টার, ২৫ সে. মি.
২. ড্রাফট (১৯২৮), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩. দ্য বনডেজ (১৯২৯), প্ল্যাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ
৪. কচ ও দেবযানী (১৯২৯), প্লাস্টার, ৩০ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫. ইউনিয়ন (১৯২৯) প্ল্যাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ
৬. খরগোশ (১৯২৯), সিমেন্ট, আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
৭. সাঁতার (১৯২৯?), ব্লাস্টার, ৩২ সে. মি.।
৮. মিঃ ব্যানার্জী (১৯৩০ - ৩১), সিমেন্ট, ৩০, সে. মি. সংগ্রহ : প্রভাতমেহান বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া
৯. প্রসট্রেশন (১৯৩১), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১০. মিথুন—১ (১৯৩১), সিমেন্ট, ৩৫ সে.মি.
১১. মিথুন—২ (১৯৩১), সিমেন্ট, ৪৩ সে.মি.
১২. মিথুন—৩ (১৯৩১), সিমেন্ট, ৫১ সে. মি.
১৩. সরস্বতী ১৯৩৩, সিমেন্ট রিলিফ, ১৮০ সে মি. সংগ্রহ : মর্ডান স্কুল, দিল্লী
১৪. মাসোজী (১৯৩৩) সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০-৩৩'), আয়তন (?)। প্রয়াত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহে থাকতে পারে
১৬. সাঁওতাল - সাঁওতালী (১৯৩৫), ক্লে-রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ ? শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
১৭. শাঁওতাল - দম্পতি (১৯৩৫), ক্লে - রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : ঐ
১৮. সুজাতা (১৯৩৫), ডাইরেক্ট কংক্রীট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন
১৯. আলাউদ্দিন খাঁ (১৯৩৫), আয়তন (?), সংগ্রহ ? সঙ্গীত একাডেমী, দিল্লী
২০. শ্রীমতী জয়া (১৯৩৬), সিমেন্ট, ৫৮ সে. মি.
২১. গাঙ্গুলীমশাই (১৯৩৬), সিমেন্ট, ৭৬ সে. মি.
২২. শিববিবাহ (১৯৩৭), ক্লে-রিলিফ, আয়তড় (?) সংগ্রহ : কালোবাড়ী, শান্তিনিকেতন
২৩. বাদনরত সাঁওতাল (১৯৩৭), ক্লে-রিলিফ, আয়নত (?), সংগ্রহ : ঐ
২৪. মেঘ, বৃষ্টি ও গায় (১৯৩৭), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৫. প্যারাম্বুলেটর (১৯৩৮), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ৩৬০ সে. মি. সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন
২৬. রবীন্দ্রনাথ— বিমূর্ত (১৯৩৮), প্লাস্টার, আয়তন (?)। প্লাস্টারের মূল বাস্কর্যটি শঙ্খ চৌধুরীর সংগ্রহে থাকতে পারে। ব্রোঞ্জ : সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী
২৭. রবীন্দ্রনাথ— বিমূর্ত (১৯৩৮), প্লাস্টার, আয়তন (?)। প্লাস্টারেরর মূল ভাস্কর্যটি শঙ্খ চৌধুরীর সংগ্রহে থাকতে পারে। ব্রোঞ্জ : সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী
২৮. স্টাডি (১৯৪০), সিমেন্ট, ৫৩ সে. মি.
২৯. মধুরা সিং (১৯৪০), সিমেন্ট, ৫৩ সে. মি.
৩০. ল্যাম্পস্ট্যণ্ড (১৯৪৯), সিমেন্ট, ৩৬০ সে. মি. সংগ্রহ : ব্রাহ্মমন্দির মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন
৩১. রবীন্দ্রনাথ — মূর্ত (১৯৪১), সিমেন্ট, ৬৮ সে. মি. সংগ্রহ : সিমেন্ট — বোলপুর ডাকবাংলো, ব্রোঞ্জ ? রবীন্দ্রভবন

(শান্তিনিকেতন), বিড়লা একাডেমী (কলকাতা), বুদাপেস্ট (হাঙ্গেরী)

৩২. ফিগার উইথ ড্রপারি (১৯৪২), ক্লে-ম্যাকেট, ২৪ সে. মি

৩৩. হার্ভেস্টার (১৯৪২), প্ল্যাস্টার, সংগ্রহ (?), আয়তন (?).

৩৪. ফেমিন (১৯৪৩), সিমেন্ট, ৬১ সে. মি.

৩৫. সাঁওতাল নাচ (১৯৪৩), সিমেন্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : চীনাভবন, শান্তিনিকেতন

৩৬. ফেমিন (১৯৪৩), স্টোন, আয়তন (?)

৩৭. আবরণী —১ (১৯৪৩), সিমেন্ট, ৬১ সে. মি.

৩৮. আবরণী—২ (১৯৪৩), সিমেন্ট, ৫২ সে. মি.

৩৯. অবনীন্দ্রনাথ (১৯৪৩), সিমেন্ট, ৪৮ সে মি। মূল ভাস্কর্যটি রবীন্দ্রভারতীতে থাকতে পারে। ব্রোঞ্জ : ন্যাশনাল গ্যালারি, দিল্লী

৪০. ফেমিন (১৯৪৩ — ৪৪), সিমেন্ট, ৯২ সে. মি

৪১. কুলি মাদার (১৯৪৩ - ৪৪), সিমেন্ট ৭৯ সে মি

৪২. ফেমিন (১৯৪৩ - ৪৪), ক্লে-ম্যাকেট, ২০ সে. মি.

৪৩. হার্ভেস্টার (১৯৪৫), ডাইবেক্ট কংক্রীট, ৩১৫ সে. মি. সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৪৪. বিনোদিনী (১৯৪৫), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৪৫. বুদ্ধ (৪০ -এর দ্বিতীয়ার্থ), ডাইরেক্ট সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : কলা ভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৪৬. দ্য মার্চ (১৯৪৮), সিন্টে, আয়তন (?) সংগ্রহ (?)

৪৭. ডাণ্ডী মার্চ (১৯৪৮), সিমেন্ট, ৪৮ সে মি. সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারি, দিল্লী

৪৮. ডাণ্ডী মার্চ (১৯৪৮), প্লাস্টার, ৪৮ সে মি.। '৭২ সালে একটি ব্রোঞ্জে করা হয়। সংগ্রহ : ব্রোঞ্জ—ন্যাশনাল গ্যালারি (দিল্লী), বিড়লা একাডেমি হয়। সংগ্রহ : ব্রোঞ্জ—ন্যাশনাল গ্যালারি (দিল্লী), বিড়লা একাডেমী (কলকাতা), ব্যক্তিগত সংগ্রহ : প্রভাত সেন, কৃষ্ণকৃপালনী

৪৯. লেবার মেমরী (১৯৪৮), সিমেন্ট, ৫১ সে. মি

৫০. কম্পোজিশন—১ (১৯৪৮), সিমেন্ট, ৫১ সে. মি

৫১. কম্পোজিশন—২ (১৯৪৮), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫২. মা ও ছেলে (১৯৪৯), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫৩. স্পীড এ্যাণ্ড গ্রাভিটি (১৯৪৯), প্লাস্টার, আয়তন (?), সংগ্রহ : প্লাস্টার— ন্যাশনাল গ্যালারি, ব্রোঞ্জ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৫৪. মাদার অফ এ স্কাপটার (৪০ - এর মধ্যে), সিমেন্ট, ৫১.৫ x ৬০ সি. মি. সংগ্রহ : কলাভবন, শান্তিনিকেতন

৫৫. ফল সংগ্রাহক (১৯৫০), সিমেন্ট, ৭৯ সে . মি

৫৬. শুয়োর (১৯৫২) সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫৭. পিতা-পুত্র (১৯৫২), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৫৮. স্পীড এ্যাণ্ড গ্রাভিটি (১৯৫৩), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ১৫২ সে. মি. সংগ্রহ : রতনপল্লী মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন। অবহেলায় কাজটি বর্তমানে ভেঙে গেছে

৫৯. মিলকল—১ (১৯৫৩), ক্লে-ম্যাকেট, ৩০.৫ সে.মি.

৬০. মিলকল—২ (১৯৫১-৫৩), ক্লে-ম্যাকেট, ১৬ সে.মি.

৬১. যক্ষী—১ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৬২ সে.মি.

৬২. যক্ষী—২ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৬২ সে.মি.

৬৩. যক্ষী—৩ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৬৩ সে.মি.

৬৪. যক্ষী—৪ (১৯৫৩ - ৫৬), সিমেন্ট, ৬১ সে.মি.

৬৫. যক্ষী—৫ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৯৪ সে.মি.

৬৬. যক্ষী—৬ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৬১ সে.মি.

৬৭. যক্ষী—৭ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৪৮ সে.মি.

৬৮. যক্ষী—৮ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৫৫ সে.মি.

৬৯. যক্ষী—৯ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৯৬ সে.মি.

৭০. যক্ষী—১০ (১৯৫৩ - ৫৬), প্লাস্টার, ৯৫ সে.মি.

৭১. মিলকল (১৯৫৬), ডাইরেক্ট কংক্রীট, ৩৬০ সে.মি. সংগ্রহ : কলাভবন মুক্তাঙ্গন, শান্তিনিকেতন

৭২. মিঃ গান্ধী (১৯৫৭), প্লাস্টার, ৩২ সে.মি.

৭৩. শার্পেনার (১৯৫৮?), প্লাস্টার, ৫২ সে. মি

৭৪. ম্যান এণ্ড হর্স (১৯৬০), ৩৩ সে.মি.

৭৫. সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৬০ - ৬১), প্লাস্টার, ৪৯ সে.মি.

৭৬. হর্স হেড (১৯৬২), সিমেন্ট, ৭১ সে.মি.

৭৭. মহিষ—১ (১৯৬২), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৭৮. আগুনের জন্ম (১৯৬৩), প্লাস্টার রিলিফ, ১৮৩ x ৪৮ সে.মি.

৭৯. কাক ও কোয়েল (১৯৬২), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

৮০. আগুনের জন্ম (১৯৬৩), প্লাস্টার রিলিফ, ১৮৩ ৪৮ সে. মি

৮১. যক্ষী—১১ (১৯৬৩ ?), প্লাস্টার, ৯৫ সে.মি., সংগ্রহ : জয়া আপ্পাস্বামী

৮২. মহিষ ও ফোয়ারা (১৯৬৩), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ : লেডিজ হোস্টেল, শান্তিনিকেতন

৮৩. মাছ (১৯৬৪), ক্লে-ম্যাকেট, ১০ সে.মি.
৮৪. তিমি মাছ (১৯৬৫), সিমেন্ট, অয়তন (?), সংগ্রহ : উত্তরণ (পম্পা), শান্তিনিকেতন
৮৫. নৃত্যরতা নারী (১৯৬৫), সিমেন্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : নাটঘর, শান্তিনিকেতন
৮৬. লালন ফকির (১৯৬৫), সিমেন্ট রিলিফ, আয়তন (?), সংগ্রহ : নাট্যঘর, শান্তিনিকেতন
৮৭. যক্ষ - যক্ষী (১৯৬৬), স্টোন, ৬৩০ সে. মি. সংগ্রহ : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, দিল্লী
৮৮. শীলা বর্মা (১৯৬৭-৬৯), সিমেন্ট, ায়তন (?), সংগ্রহ (?)
৮৯. চৈতালী দে (১৯৬৭-৬৯), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৯০. কিরণ থাপা (১৯৬৭ - ৬৯), সিমেন্ট, আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
৯১. কুমকুম ভট্টাচার্য ১৯৬৭ - ৬৯), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ ? কুণাল কান্তি সাহা
৯২. প্রোগন্যান্ট লেড (১৯৬৭-৬৯), সিমেন্ট, আয়তন (?), সংগ্রহ ? ঐ। কাজটি বর্তমানে ভেঙে গেছে।
৯৩. বলিদান (কঙ্কালীতলার পথে)—১৯৭৬, ক্লে-ম্যাকেট, আয়তন (?), সংগ্রহ : সৌমেন অধিকারী
৯৪. রাজপথ (১৯৭৭), সিমেন্ট ব্লক, ১২৫ x ৭০ সে.মি. সংগ্রহ: কলাভবন
৯৫. রেখা (?), সিমেন্ট, ৩৩ সে. মি.
৯৬. কলেজ গার্ল (?), সিমেন্ট, ৩৩ সে. মি.
৯৭. কিরণ বড়ুয়া (?), প্লাস্টার ৩০ সে. মি.
৯৮. নীলিমা বড়ুয়া (?) সিমেন্ট, ২৮ সে. মি.
৯৯. গণেশ (?) স্টোন, আয়তন (?)
১০০. গণেশ (?), ক্লে-ম্যাকেট, ১৭ সে. মি.
১০১. সিটেড লেডি (?), ক্লে-ম্যাকেট, ২৩ সে. মি.
১০২. মা ও শিশু (?), ক্লে-ম্যাকেট, ৯ সে. মি.
১০৩. মিথু—৫ (?), ক্লে-ম্যাকেট, ২১ সে. মি.
১০৪. মিথুন —৬ (?), সিমেন্ট, ৬৮ সে. মি.
১০৫. ফেমিন (?), ক্লে-ম্যাকেট, ১৬ সে. মি.
১০৬. কুকুর (?), ক্লে-ম্যাকেট, ১৬ সে. মি.
১০৭. সুচিত্রা মিত্র (?), সিমেন্ট, আয়তন (?)। সুচিত্রা মিত্রের সংগ্রহে থাকতে পারে
১০৮. মীরা চ্যাটার্জী (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১০৯. ইরা ভাকিল (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১০. গোপীনাথ (?), আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
১১১. ওয়ালার (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১২. মা (?) , আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
১১৩. সেপারেশন (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৪. রাহুপ্রেম (?) আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৫. প্যাশন (?), আয়তন (?) (?)
১১৬. ত্রিভুজ (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১৭. দ্য ফ্রুট অফ হেভেন (?), সংগ্রহ (?)
১১৮. হাসি (?), আয়তন (?), শঁাঘ্ঙ (?)
১১৯. দ্য পাপ (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১২০. বন্ধু (?), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)

[তৈলচিত্র]

১. রাধাকৃষ্ণ (১৯২২-২৩), কাগজ, আয়তন (?)। কাজটি রবি পালের সংগ্রহে ছিল, বর্তমানে হাত বদল হয়েছে।
২. পূজারিণী (১৯২২ - ২৩) কাগজ, ৫০ x ২৮.৫ সে. মি. সংগ্রহ : অশ্বিনী পাল, বাঁকুড়া
৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯২২ - ২৩), কাগজ, ২০ x ৩৫ সে. মি., সংগ্রহ : ঐ
৪. প্রতিকৃতি (১৯২৩-২৪), কাগজ, ২৪ x ১৯ সে. মি. সংগ্রহ : নিরঞ্জন বরাট বাঁকুড়া
৫. শ্বেতবরণী নন্দী (১৯২৯), কাগজ, ৮০.৫ x ৫১ সে. মি. : বিশ্বনাথ নন্দী, বাঁকুড়া
৬. প্রতিকৃতি (১৯৩০), কাগজ, আয়তন (?), সংগ্রহ ? অতুল কুচল্যান, বাঁকুড়া
৭. সোমা যোশী ('৩৭ - এর মাঝামাঝি), ক্যানভাস, ১২৫ x ৮১ সে. মি.
৮. ধানকাটা (৩০ - এর মাঝামাঝি), ক্যানবাস, ৮৭.৫ x ৬.১৫ সে. মি.
৯. পিকনিক (১৯৩৮?), ক্যানভাস, ৮৬.৫ x ৬১.৫ সে. মি.
১০. প্রসাধন (১৯৩৮), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১. চাষ (১৯৪০?), ক্যানভাস, ৭৬ x ১২০ সে. মি.
১২. মা (১৯৪০), ক্যানভাস, ৬৩ x ৪৭ সে. মি.
১৩. পুকুর (১৯৪০), ক্যানভাস, ৬৩ x ৭ ৩.৫ সে.মি
১৪. বিল্ডার্স (১৯৪১), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৫. ফিস্ পণ্ড (১৪৪৩), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৬. কোপাই নদী (১৯৪১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৭. মা ও ছেলে— (১৯৪১) , ক্যানভাস, ৮৫ x ৬৫.৫ সে.মি, সংগ্রহ : কলাভবন

১৮. সাঁওতাল মা (১৯৪৩), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৯. যোগীনের মৃত্যু (১৯৪৩), ক্যানভাস, ৮৭.৫ x ৬২.৫ সে.মি সংগ্রহ ? কলাভবন
২০. সাইক্লোন (১৯৪৩), আয়তন (সংগ্রহ) (?)
২১. লেডি উইথ গোট (১৯৪৪), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২২. স্প্রিং (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৩. স্বপ্নময়ী (১৯৪৪), আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
২৪. ফিডিং দ্য ইয়ং ওয়ান। ১৯৪৫, আয়তন (?) সংগ্রহ (?)
২৫. সামার নুন (১৯৪৫-৪৮), ক্যানভাস ১২২, ১০৭ x ১১২ সে.মি
২৬. মেঘময় সন্ধ্যা (১৯৪৬), ক্যানভাস ১২২ x ৯২ সে.মি
২৭. শিফটিং জেনারেশন (১৯৪৭), ক্যানভাস, ১৪৪.৫ x ৮৫.৫ সে.মি
২৮. বয় উইথ ডগ (১৯৪৭), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২৯. বিনোদিনী (১৯৪৭-৪৮), , ক্যানভাস, ১০৭ x ১৬৫ সে.মি
৩০. শ্রমিক (১৯৪৮), , ক্যানভাস, ১০৭ x ১৬৫ সে.মি
৩১. ঘোড়া (১৯৪৯), ক্যানভাস, ৮৭ x ৬৫ সে.মি
৩২. নিউ শিফট্ (১৯৪৯), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৩. হার্ভেস্টর-১ (১৯৫০), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৪. কৃষ্ণের জন্ম —১ (১৯৫০?), , ক্যানভাস, ৬৮ x ১১০.৫ সে.মি, সংগ্রহ : কলাভবন
৩৫. নিউ সীডলিং (১৯৫২) , ক্যানভাস, ৭৯.৫ x ৬৬.৫ সে.মি
৩৬. ফেস্টিভ ঈভ (১৯৫২?) , ক্যানভাস, আয়তন (?) , সংগ্রহ (?)
৩৭. হার্ভেস্টার-২ (১৯৫৭), ক্যানভাস, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৩৮. মিলকল (৫০ - এর মাঝামাঝি), ক্যানভাস, ৭৫.৫ x ৬১.৫ সে.মি
৩৯. হিন্দু উইডো (১৯৫৮), ক্যানভাস,৮৪ x ৭১ সে.মি
৪০. কক অন দ্য প্লেট (১৯৫১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৪১. লেডি উইথ এ কাম্প (১৯৬০), ক্যানভাস, ৭৬ .x ৬৫ সে.মি
৪২. তালবন (১৯৬০?) , ক্যানভাস, ৮৭.৫ x ৮৭.৫ সে.মি
৪৩. ঘরে পথে (৫০ -এর পর), ক্যানভাস, ৭৭.৫ x ৯৫ সে.মি
৪৪. মা ও ছেলে (৫০ -এর পর), ক্যানভাস , ৮২.৫ x ৫৮৬) সে.মি
৪৫. আরাকান পর্বত (১৯৬৯), ক্যানভাস , ১৩১.৫ x ১৭৮) সে.মি
৪৬. অ্যাটোমিকা (১৯৬৯), ক্যানভাস, ১৩১.৫ x ১৭৮ সে. মি.
৪৭. কৃষ্ণের জন্ম—২ (১৯৭৪), ক্যানভাস, ৫৮.৫ x ৫৮১.৫ সে.মি.
৪৮. ল্যাম্পপোস্ট (১৯৭৬), ক্যানভাস, ১১০ x ৫ ৭৯ সে.মি.
৫০. নাইট ফামিং (?), ক্যানভাস, ৮৭ x ৭১ সে. মি.
৫১. স্প্রিং—১ (?) ক্যানভাস, ৭৫.৫ x ৬২ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫২. শরৎ (?), ক্যানভাস, ৮৬ x ৬৬ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৩. প্রজাপতি (?), ক্যানভাস, ৮৬.৫ x ৬৩ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৪. মিথুন (?), ক্যানভাস, ৮৬.৫ x ৬১ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৫. মধ্যাহ্নভোজন (?), ক্যানভাস, ৯১ x ৭৯ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৬. স্প্রিং—২ (?), ক্যানভাস, ৮৭ x ৮৬.৫ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৭. হার্ভেস্টার (?), ক্যানভাস, ১২১.৫ x ৬৮.৯ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৮. ইন দ্য কাস্‌ল (?), ক্যানভাস, ৯৬.৫ x ১৫.৯ সে. মি. সংগ্রহ (?)
৫৯. মনসুন (?), ক্যানভাস, ৯০x ৮২ সে. মি. সংগ্রহ : কলাভবন
৬০. ফেস্টিভ আই (?) ক্যানভাস, ৭০.৫ x ৬১.৫ সে. মি. সংগ্রহ : ঐ

[জলরঙের ছবি]

১. সম্পূর্ণা বেইজ (১৯২৬ - ২৮), ২৫.৫ x ৩৭.৫ সে. মি. সংগ্রহ :
২. শ্রীমতী বসন্ত বেইজ (১৯২৬ - ২৮), ২৯ x ৪৫.৫ সে. মি., সংগ্রহ : ঐ
৩. ওমেন কোচিং ওয়াটার —১ (২০-র পর), ৪১ x ২৬ সে. মি.
৪. ওমেন ফেচিং ওয়াটার —২ (ঐ), ৪১ x ২৭ সে. মি.
৫. কালী (১৯৩০), টেম্পারা (কাপড়), ১০০.৫ x ৩৬৫.৬ সে. মি.
৬. চেস্টার অফ ট্রিস (১৯৩০), ১৮ x ২৬ সে. মি.
৭. ক্রসিং দ্য ব্রীজ (১৯৩০?), টেম্পোর (কাগজ), ৩৮x ৩ সে. মি.
৮. গাছ, অট্টালিকা ও ইলেকট্রিক লাইন (৩০-এর মাঝামাঝি), ২৫.৫ x ১৬.৫ সে. মি.
৯. কোনার্কের পথে (১৯৩৬), টেম্পারা, আয়তন (?), সংগ্রহ : প্রতাপদলায় দাস
১০. দুই ভাই (১৯৩৮, আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১১. ল্যাণ্ডস্কেপ (৩০ -এর পর), টেম্পারা (কাগজ), ৩৮ x ২৬ সে. মি.
১২. টি অ্যাণ্ডার ট্রি (১৯৪০?), আয়তন (?)। দিল্লী কলেজ অভ আর্টের সংগ্রহে থাকবে পরে।
১৩. টি আণ্ডার ট্রি (১৯৪০?), আয়তন (?)। দিল্লী কলেজ অব আর্টে সংগ্রহে থাকতে পারে।

১৪. ফিগার (১৯৪১), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৫. বৃক্ষসারি (৪০ -এর গোড়ায়),সস ২৬ x ৩৬ সে. মি.
১৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (৪০ -এর গোড়ায়), ১৬.৫ x ২৪.৫ সে. মি.
১৭. নিজস্ব প্রতিকৃতি (৪০ -এর গোড়ায়), ২৫ x ৩৪.৫ সে. মি.
১৮. পলাশ (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৯. খড়গপুর লেক (১৯৪৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
২০. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১ (১৯৪৫), ২৬.৫ x ৩৪.৫ সে. মি.
২১. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—২ (১৯৪৫), ১৮ x x ২৬ সে. মি.
২২. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৩ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
২৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৪ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
২৪. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৫ (১৯৪৫), ১৬.২ x ২৬.৫ সে. মি.
২৫. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৬ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
২৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৭ (১৯৪৫), ১৮ x ২৫.৫ সে. মি.
২৭. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৮ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
২৮. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—৯ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
২৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১০ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
৩০. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১১ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
৩১. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১২ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
৩২. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১৩ (১৯৪৫), ১৮ x ২৬ সে. মি.
৩৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১৪ (১৯৪৫), ১৪.৫ x ২৫.৫ সে. মি.
৩৪. পাহাড় দৃশ্য (নেপাল)—১৫ (১৯৪৫), ১৮.৫ x ২৮ সে. মি.
৩৫. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—১৬ (১৯৪৫), ১৭.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
৩৬. লেডি এণ্ড দ্য ফুটস্ (১৯৪৫, আয়তন (?), সংগ্রাম (?)
৩৭. মা ও ছেলে (৪? -এর মাঝামাঝি), ৩৬ x ২৫.৫ সে. মি.
৩৮. ঢালুপাড় ও বৃক্ষসারি (৪০- এর মাঝামাঝি), ১৬ x ১১ সে. মি
৩৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯৪৬?), ১৮.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
৪০. ফিগার (১৯৪৭), টেম্পারা, আয়তন (?) , সংগ্রহ (?)
৪১. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং)—১ (১৯৪৮), ১৭ x ২৪ সে. মি.
৪২. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং)—২ (১৯৪৮), ২৪ x ৩৫.৫ সে. মি.
৪৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং)—৩ (১৯৪৮), ৩০ x ২২ সে. মি.
৪৪. হর্স ফ্রম বুদ্ধগয়া (১৯৪৮), ১৭ x ২৩.৫ সে. মি.
৪৫. মহিষ—১ (১৯৪৮), ২৩ x ৩৩ সে. মি.
৪৬. মহিষ—২ (১৯৪৮), ১৭ x ২৪ সে. মি.
৪৭. ঘোড়া —১ (১৯৪৮), ২৫.৫ x ৩৫ সে. মি.
৪৮. ঘোড়া —২ (১৯৪৮), ১৭.৫ x ২৪ সে. মি.
৪৯. ঘোড়া ও ঘোড়সওযার (১৯৪৮), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৫০. ল্যান্ডস্কেপ—১ (১৯৪৮), ১৭.৫ x ২৪ সে. মি.
৫১. ল্যাণ্ডস্কেপ (চেরাপঞ্জী)—২ (১৯৪৮?), ২৬ x ৩৬.৫ সে. মি.
৫২. ল্যাণ্ডস্কেপ (বুদ্ধগয়া)—৩ (১৯৪৮), ১৭ x ২৪.৫ সে. মি.
৫৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (রাজগীর)—৪ (১৯৪৮), ১৭ x ২৬ সে. মি.
৫৪. পাহাড় দৃশ্য (রাজগীর)—৫ (১৯৪৮), ১৮ x ২৬ সে. মি.
৫৫. ল্যাণ্ডস্কেপ (রাজগীর)—৬ (১৯৪৮), ১৫.৫ x ২৪ সে. মি.
৫৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (রাজগীর)—৭ (১৯৪৮), ২৩ x ৩ ৩১ সে. মি.
৫৭. ল্যাণ্ডস্কেপ (রাজগীর)—৮ (১৯৪৮), ২৩ x ৩১ সে. মি.
৫৮. বিনোদিনী (১৯৪৮?), ২৭ x ১৮ সে মি
৫৯. ঘাটের ধারে (১৯৪৮ - ৪৯), ২৪ x ১৬ সে মি
৬০. ঘোড়া —১ (১৯৪৯), ২৬ x ২৮.৫ সে. মি.
৬১. ঘোড়া —২ (১৯৪৯), ২৬.৫ x ৩৪ সে. মি.
৬২. ঘোড়া —৩ (১৯৪৯), ১৭.৫ x ২৬ সে. মি.
৬৩. ঘোড়া —৪ (১৯৪৯), ২৫.৫ x ৩৫ সে. মি.
৬৪. হাতী — ১ (১৯৪৯), ২৩.৫ x ৩৩ সে. মি.
৬৫. হাতী — ২ (১৯৪৯), ২৪ x ৩৩ সে. মি.
৬৬. এলিফেন্ট এণ্ড এ নেলীং ম্যান (১৯৪৯), ১৬. ৫ x ২৩.৫ সে. মি.
৬৭. বাথিং এলিফেন্ট (১৯৪৯), ১৮ x ৩ ২৬.৫ সে. মি.
৬৮. তিনটি ঘোড়া (১৯৪৯) ২৫.৫ x ৩৬.৫ সে. মি.
৬৯. মহিষ (১৯৪৯), ১৬.৫ x ২৩ সে. মি.

৭০. ল্যাণ্ডস্কেপ — ১ (১৯৪৯), ১৮ x ২৭ সে. মি.
৭১. ল্যাণ্ডস্কেপ — ২ (১৯৪৯), ১৮ x ২ সে. মি.
৭২. রোড বিল্ডার্স —১ (১৯৪৯), ২৬.৫ x ৩৬ সে. মি
৭৩. রোড বিল্ডার্স —২ (১৯৪৯), ২৬.৫ x ৩৭ সে. মি.
৭৪. স্ট্যাণ্ডিং ওমেন (১৯৪৯) ৩৩.৫ x ২৩.৫ সে. মি.
৭৫. বীণা—১ (১৯৪৯), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৬. বীণা—১ (ঐ), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৭. পশুপাল (ঐ), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৮. কুলি (ঐ), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
৭৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (নেপাল)—('৪৫ -এর পর), ১৭.৫ x ২৬.৫ সে.মি.
৮০. কাটিং দ্য হার্ভেস্ট ('৪০ - এর পর), ২৪ x ৩৪ সে. মি.
৮১. বৃক্ষসারি—১ (৪০ - এর পরে), ২৩ x ২৬ সে. মি.
৮২. গাছ ও মানুষ— ১ (৪০ - এর পর?), ২৩ x ৩১ সে. মি.
৮৩. গাছ ও মানুষ—২ (৪০ - এর পর?), ১৬ x ২৪ সে. মি.
৮৪. বৃক্ষসারী — ২ (৪০ - এর পর?), ২৪.৫ x ১৭ সে. মি.
৮৫. ঘাটের ধারে (৪০ - এর পর?), ২৭ x ২৪ সে. মি.
৮৬. গ্রামের রাস্তা (৪০ - এর পর?), ২৭ x ৩৯.৫ সে.মি.
৮৭. গ্রামের কুঁড়েঘর (৪০ - এর পর?), ১৮ x ১৭ সে. মি.
৮৮. টু ফিগার (৪০ - এর পর?), জলরং ও ড্রাইপ্যাস্টেল, ১৩.৫ x ২৪ সে. মি.
৮৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (৪০ -এরপ পর), ১৭ x ৩২ সে. মি.
৯০. গার্ল ফেচিং ক্রিচার (১৯৪৯ - ৫০?), ১৪ x ১৮.৫ সে. মি.
৯১. সাঁওতাল নাচ (১৯৫০), ২৫ x ৩৮ সে. মি.
৯২. বর্ষার দিন (১৯৫০), ১৯ x ২৭ সে. মি.
৯৩. বনভোজনের দৃশ্য (১৯৫০), ২৪ x ৩৩ সে. মি.
৯৪. দিনের শেষে (১৯৫০), ২৭.৫ x ৩০.৫ সে. মি.
৯৫. গ্রামের দৃশ্য (১৯৫০?), ১৭.৫ x ২৭ সে. মি.
৯৬. মিথুন—১ (১৯৫০?), ২৪.৫ x ৩৩ সে. মি.
৯৭. মিথুন— ২ (১৯৫০?), সাদাকালো, ২৪.৫ x ৩৩ সে. মি.
৯৮. পুরাতন কোপাই ব্রীজ (১৯৫০ - ৫১), ২১ x ১৩১ সে. মি.
৯৯. গার্ল উইথ পিচার - ১ (১৯৫১?), ২৮.১ x ১৮.৫ সে. মি.
১০০. গার্ল উইথ পিচার - ২ (১৯৫১?), ২৭.৫১ x ১৪.৫ সে. মি.
১০১. গার্ল উইথ পিচার - ৩ (১৯৫১?), ২৭.৫ x ১১.৮ সে. মি.
১০২. গার্ল উইথ পিচার - ৪ (১৯৫১?), ২৮.১ x ১৮.৫ সে. মি.
১০৩. গার্ল উইথ পিচার - ৫ (১৯৫১?), ২৮১ x ১৮ সে. মি.
১০৪. হার্ভেস্টার - ১ (১৯৫১), ২৬.৫ x ১১.৬ সে. মি.
১০৫. হার্ভেস্টার - ২ (১৯৫১), ২৫.১ x ৩৬.৫ সে. মি.
১০৬. হার্ভেস্টার - ৩ (১৯৫১), ২৮.১ x ২৭ সে. মি.
১০৭. হার্ভেস্টার - ৪ (১৯৫১), ১৯.১ x ২৭.৫ সে. মি.
১০৮. সমুদ্র দৃশ্য (কোনারক)—১ (১৯৫১), ১৮.৫ x ২৬ সে. মি.
১০৯. সমুদ্র দৃশ্য (কোনারক)—২ (১৯৫১), ২৭ x ১৮.৫ সে. মি.
১১০. সমুদ্র দৃশ্য (কোনারক)— ৩ (১৯৫১), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১১১. সিটেড ওমেন (১৯৫১), ২৬ x ৩১ সে. মি.
১১২. স্পিট ড্রাঙ্কার্ড (১৯৫১), সাদাকালো, ২৭ x ৩২ সে. মি.
১১৩. নৌকা ও ঢেউ — ১ (১৯৫১), সাদাকালো, ২৭.৫ x ৩২ সে. মি.,
১১৪. নৌকা ও ঢেউ - (১৯৫১), সাদাকালো, ১৮ x ২৭.৫ সে. মি.
১১৫. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯৫২?), ৩৪ x ২৪.৫ সে. মি.
১১৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ১ (১৯৫২), ২৭.৫ x ৩৭ সে. মি.
১১৭. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ২ (১৯৫২), জলরং ও কালিকলম, ২৪ x ৩৫ সে. মি.
১১৮. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ৩ (১৯৫২), ২৭ x ৩৮ সে. মি.
১১৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ৪ (১৯৫২), ১৮ x ২৬ সে. মি.
১২০. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ৫ (১৯৫২), ১৬.৫ x ১৪ সে. মি.
১২১. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং) - ৬ (১৯৫২), ২৬ x ৩৪.৫ সে. মি.
১২২. গ্রামের দৃশ্য—১ (১৯৫২?), সাদাকালো, ৩২ x ২৬.৫ সে. মি
১২৩. গ্রামের দৃশ্য —২ (১৯৫২), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১২৪. সিটেড ওমেন (১৯৫২), ২৮ x ১৭.৫) সে. মি.
১২৫. ওমেন উইথ পিচার (১৯৫২), ২৭.৫ x ১৭.৫ সে. মি.

১২৬. ইলোরা (১৯৫৩), সাদাকালো, ২৭ x ৩৫ সে. মি.
১২৭. নটরাজ (ইলোরা)—১৯৫২১৯৫৩, ২৬.৫ x ৩০ সে. মি.
১২৮. ল্যাণ্ডস্কেপ (১৯৫৩?), ১৯ x ২৭.৫ সে. মি.
১২৯. ফুটন্ত পলাশবৃক্ষ (১৯৫৩), ৩৪ x ২৩ সে. মি.
১৩০. শান্তিনিকেতনের বসন্ত (১৯৫৩?), ১৮.৫ x ২৭.৫ সে. মি.
১৩১. স্প্রিং—১ (১৯৫৩), ২৪.৫ x ৩৩ সে. মি.
১৩২. স্প্রিং—২ (১৯৫৩), ১৬ x ২৭.৫ সে. মি.
১৩৩. স্প্রিং—৩ (১৯৫৩), ১৭ x ২৫.৫ সে. মি.
১৩৪. শান্তিনিকেতনের বনভোজন (৪০ -এর শেষ বা ৫০-এর প্রথম)। ১৮.৫ x ২৭.৫ সে. মি.
১৩৫. পাহাড় ও ঘর (১৯৫৪?), ১৮ x ২৭ সে. মি.
১৩৬. পাতাকুড়ানি (১৯৫৪), আয়তন (?), সংগ্রহ (?)
১৩৭. শান্তিনিকেতন ল্যাণ্ডস্কেপ—(৫০ -এর গোড়ায়), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১৩৮. থ্রি ওমেন (ঐ) ২৭ x ৮ সে. মি.
১৩৯. হাঁস (ঐ), ১৮.৫ x ২৭.৫ সে. মি.
১৪০. সিটেড গার্ল (ঐ), সাদাকালো, ৩১.৫ x ২৫.৫ সে. মি.
১৪১. টু ওমেন স্ট্যানডিং (ঐ), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১৪২. বর্ষা (ঐ), ১৮ x ২৫.৫ সে. মি.
১৪৩. গাছ ও কুঁড়েঘর (ঐ), ১৯ x ২২৭.৫ সে. মি.
১৪৪. স্প্রিং (ঐ), ১৯ x ২৪ সে. মি.
১৪৫. সিটেড ওমেন (ঐ), ৩২ x ২৮ সে. মি.
১৪৬ ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ —১ (ঐ), ১৬.৫ x ২ সে. মি.
১৪৭. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ —২ (ঐ), ১৬.৫ x ২৬ সে. মি.
১৪৮. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ —৩ (ঐ), ১৬ x ২৬ সে. মি.
১৪৯. ফুটন্ত শিমূল বৃক্ষ —৪ (ঐ), ১৬.৫ x ২৬ সে. মি.
১৫০. হার্ভেস্টার (৫০ -এর মাঝামাঝি), ১৯ x ২৭ সে. মি.
১৫১. নদীর দৃশ্য (ঐ), ১৮.৫ x ২৭.৫ সে. মি.
১৫২. নদী ও গাছ (ঐ), ১৯ x ২৭.৫ সে. মি.
১৫৩. ওমেন (ঐ), ১৬.৫ x ২৭ সে. মি.
১৫৪ রাস্তার দৃশ্য (ঐ), ১৯ x ২৭ সে. মি.
১৫৬. দিনের শেষে (ঐ), ২৫.৫ x ৩১.৫ সে. মি.
১৫৭. গ্রীষ্মের গ্রাম (ঐ), ১৮.৫ x ২৪.৫ সে. মি.
১৫৮. কুলু ভেলি (১৯৫৬), ২৭ x ১৯ সে. মি.
১৫৯. বাকড়া নাঙ্গাল বাঁধ (১৯৫৬), জলরং ও পেনকালি, ১৬ x ২৪ সে. মি.
১৬০. পাহাড় দৃশ্য (বৈজনাথ)—১৯৫৬, ২৮x ৩৮.৫ সে. মি.
১৬১. ল্যাণ্ডস্কেপ (কুলু)—১৯৫৬, ২৮ x ৩৮.৫ সে. মি.
১৬২. স্নান (৫০- এর মধ্যে), ১৬.৫ x ২৫ সে. মি.
১৬৩. ওমেন স্ট্যাণ্ডং (ঐ), ২৫.৫x ১৪.৫ সে. মি.
১৬৪. আর্টিস্ট উইথ ন্যুড (ঐ), ১৭.৫ x ২৪.৫ সে. মি.
১৬৫. শুকনো মাঠ, কুকুর ও পরিবার (ঐ), ৩২ x ৩৮.৫ সে. মি.
১৬৬. গাছ ও বাতাস (ঐ), ২৫ x ২ ৮৪ সে. মি.
১৬৭. স্নানরতা মেয়ে (ঐ), ১৭.৫ x ২৭ সে. মি.
১৬৮. পাখী (ঐ), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১৬৯. বিনোদিনী (ঐ), ২৭ x ১৮.৫ সে. মি.
১৭০. শান্তিনিকেতনের বনভোজন (৪০ -এর পর বা ৫০ -এর মধ্যে), ১৮.৫x ২৭.৫ সে. মি.
১৭১. অট্টালিকা ও মানুষ (৫০ -এর পর), ১৬.৫ x ২৫ সে. মি.
১৭২. ন্যুড বাই টেবিল (ঐ), সাদাকালো, ৩৩ x ১৯ সে. মি.
১৭৩. ন্যুড নীলিং (ঐ), সাদাকালো, ২৮.৫ x ৩১.৫ সে. মি.
১৭৪. লিফটিং দ্য ওয়ার্ল্ড (ঐ), ১৯.৫ x ২৩.৫ সে. মি.
১৭৫. ঝর্ণা (ঐ), ৩৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১৭৬. স্প্রিং (৫০-এর পর বা ৬০ ০এর গোড়ায়), ১৮ x ২৭.৫ সে. মি.
১৭৭. বর্ষা (১৯৫০ - ৬০), ২৭ x ২৫ সে. মি.
১৭৮. চাষ (১৯৬০), ২৬ x ২৫ সে. মি.
১৭৯. চাষ (১৯৬০), ২৬.৫ x ৩২ সে. মি.
১৮০. লিফটিং দ্য ওয়ার্ল্ড (৬০ -এর মাঝামাঝি), সাদাকালো, ১৮.৫ x ২৪ সে. মি.
১৮১. কম্পোজিশন (ঐ), ১৮ x ২৬.৫ সে. মি.
১৮২. স্প্রিং (ঐ), ২৪ x ২৪ সে. মি.

১৮৩. বিড়াল (১৯৬৮), ২৭ x ২৭ সে. মি.
১৮৪. তিনটি বিড়াল (১৯৯৮), ২৮ x ২৬ সে. মি.
১৮৫. গ্রামের পথে কলসী কাঁখে মেয়ে (?), ১৮ x ২৭ সে. মি.
১৮৬. গ্রামের দৃশ্য (?), ২৭ x ২ ৩৯.৫ সে. মি.
১৮৭. এ বয় ওয়াশিং বাফেলো (?), ১৮.৫ x ২৭ সে. মি.
১৮৮. ফ্যামেলি (?), ১৮ x ২৬.৫ সে. মি.
১৮৯. ল্যাণ্ডস্কেপ (গোয়ালপাড়া)—(?), ২৬ x ১৭.৫ সে. মি. সংগ্রহ : অশোক মিত্র
১৯০. ল্যাণ্ডস্কেপ (গোয়ালপাড়া)—(?), ২৭ x ১৯ সে. মি. সংগ্রহ : অশোক মিত্র
১৯১. ল্যাণ্ডস্কেপ (গোয়ালপাড়া)— (?), ১৮ x ২৬.৫ সে. মি.
১৯২. ধ্বংসাবশেষ (?), ১৮ x ২৭ সে. মি.
১৯৩. গ্রামের দৃশ্য (?), ১৮ x ২৮ সে. মি.
১৯৪. ল্যাণ্ডস্কেপ—১ (?), ১৯ x ২৬.৫ সে. মি.
১৯৫. ল্যাণ্ডস্কেপ—২ (?), ১৯ x ২৭.৫ সে. মি.
১৯৬. ল্যাণ্ডস্কেপ—৩ (?), ২৭ x ৩৭ সে. মি.
১৯৭. ল্যাণ্ডস্কেপ—৪ (?), ১৮ x ২৭.৫ সে. মি.
১৯৮. গাছ ও ঘর (?), ২৪ x ১৯ সে. মি.
১৯৯. খোয়াই (?), ২৩ x ৩১ সে. মি.
২০০. পলাশ (?), ২৪ x ১৫ সে. মি.
২০১. ল্যাণ্ডস্কেপ (খড়গপুর)—(?), ২৩ x ৩১ সে. মি.
২০২. ল্যাণ্ডস্কেপ (কোপাই)—(?), ১৫ x ২ x ২৩.৫ সে. মি.
২০৩. বর্ষা (?), ২৬ x ৩১ সে. মি.
২০৪. পাহাড় দৃশ্য (?), ১৬.৫ x ২৬ সে. মি.
২০৫. পাহাড় (চেরাপঞ্জী)—(?), ২৭ x ৩৭ সে. মি.
২০৬. স্প্রিং (?), ১৫ x ২৪ সে. মি.
২০৭. কনস্ট্রাকশন (?), ৫৬ x ৩৯.৫ সে. মি.
২০৮. পদ্মপুকুর (?), ২৭ x ৩৭.৫ সে. মি.
২০৯. বর্ষা (?), ৫৮ x ২৫.৫ সে. মি.
২১০. গ্রামের দৃশ্য (?) ১৯ x ২৫ সে. মি.
২১১. পিকনিক (?), ২৫.৫ x ৩৪.৫সে. মি.
২১২. নদী ও গায় —১ (?), ৩৭.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
২১৩. নদী ও গাছ—২ (?), ২৫ x ৩২.৫ সে. মি.
২১৪. সাঁওতাল দল (?), ১৪ x ২৩ সে. মি.
২১৫. বিনোদিনী (?), ২৭.৫ x ১৮ সে. মি.

[সাদাকালো রেখাচিত্র]

১. সাঁওতাল মা ও ছেলে (৩০ -এর গোড়ায়), তুলি - কালি, ৩৭ x ২৪ সে. মি.
২. ল্যাণ্ডস্কেপ (৩০ -এর পর), তুলি - কালি, ২৭ x ৩৭.৫ সে. মি.
৩. স্নান (৩০ -এর পর), তুলি - কালি, ২৭ x ৭.৫ সে. মি.
৪. রাতের দৃশ্য (৪০ -এর গোড়ায়), কালি, ২৬.৫ x ২৪ সে. মি.
৫. ফেমিন—১ (১৯৪৩ ?), তুলি ও কালি, ৪৩ x ২৮ সে. মি.
৬. ফেমিন—২ (১৯৪৩?), তুলি ও কালি, ৪৩ x ২৮ সে. মি.
৭. পাহাড় ও গাছ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ২৬.৫ x ৪১.৫ সে. মি.
৮. গাছ ও অট্টালিকা -১ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ২৬.৫ x ৪১.৫ সে. মি.
৯. গাছ ও অট্টালিকা -২ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ২৬.৫ x ৪১.৫ সে. মি.
১০. স্ট্যাডি -১ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ২৮.৫ x ২৩ সে. মি.
১১. স্যাডি - ২ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ৩২.৫ x ২৩ সে. মি.
১২. কুঁড়েঘর ও গাছ—১ (৪০-এর মাঝামাঝি), কালি, ৩২.৫ x ২৬.৫ সে. মি.
১৩. কুড়েঘর ও গাছ—২ (৪০-এর মাঝামাঝি), কালি, ৩২.৫ x ১৯.৫ সে. মি.
১৪. ল্যাণ্ডস্কেপ — (৪০ -এর মাঝামাঝি) কালি, ২৫.৫ x ৩৫ সে. মি.
১৫. কুঁড়েঘর ও গাছ -৩ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি, ৩২.৫ x ১৯.৫ সে. মি.
১৬. কলসি কাঁখে মেয়ে (৪০ -এর মাঝমামাঝি), কালি, ৩৩.৫ x ২৪ সে. মি.
১৭. কুঁড়েঘর ও গাছ—৪ (৪০ -এর মাঝামাঝি), কালি ও তুলি, ২০ x ২৩২ সে. মি.
১৮. সিটেড ওমেন —১ (৪০ -এর পর), পেন ও কালি, ৩১.৫ x ১৮ সে. মি.
১৯. বৃক্ষরোপন (৫০?), তুলি - কালি, ২৪ x ৩৭ সে. মি.
২০. নিউ সীডলিং (৫১?), কালি, ২৫ x ২৩.৫ সে. মি.
২১. সিটেড ওমেন—২ (৫০ -এর মাঝামাঝি?), তুলি - কালি, ২৮ x ১৮ সে. মি.
২২. ন্যুড স্ট্যাডি —১ (৫০ -এর পর), পেন - কালি, ৩১ x ১৭.৫ সে. মি.

২৩. ন্যুড স্ট্যাডি —২ (৫৯ অথবা পরে), স্কেচ পেন, ১৯.৫x ৩১.৫ সে. মি.
২৪. হর্স হেড—১ (১৯৬০), কালি ও পেন, ৩২.৫ x ২১৮ সে. মি.
২৫. হর্স হেড—২ (১৯৯৬০), কালি ও পেন, ১৯ x ২৯ সে. মি.
২৬. হর্স হেড—৩ (১৯৬০), কালি ও পেন, ১৯ x ৩০ সে. মি.
২৭. অশ্বারোহী নেতাজী (১৯৬০), কালি ও পেন, আয়তন (?)
২৮. সিলেসটিয়াল ভেনম (১৯৬০), কালি ও পেন, আয়তন (?)
২৯. মেয়ের প্রতিকৃতি (?), কালি, ৩৩ x ২০ সে. মি.
৩০. ঢেউ (?), কালি, ২৫ x ৩৫ সে. মি.
৩১. দ্য ক্যাম্প (?), কালি, ২১.৫ x ২৮ সে. মি.
৩২. ফিগার স্টাডি (?), তুলি - কালি, ২৫ x ১৮ সে. মি.
৩৩. ল্যাণ্ডস্কেপ (শিলং)—(?) খাগড়া ও কালি, ১৭ x ২৩.৫ সে. মি.
৩৪. মজুর ও মজুরাণী (?), কালি ও ওয়াশ, ১৯ x ১১.৫ সে. মি.
৩৫. ফিগার (?), কালি ও ওয়াশ, ৩২ x ১৪ সে. মি.
৩৬. ফামিং (?), কালি, ১৯ x ২৫ সে. মি.
৩৭. গাছ ও কুঁড়েঘর)?), কালি, ১৯ x ২৬ সে. মি.
৩৮. হেড (?), ইউকাট, ২৫ : ২০ সে. মি.

[লিথোগ্রাফ]

১. তিনটি বিড়াল —১ (১৯৬৮), সাদাকালো ৪০.৫ x ৩০ সে. মি.
২. তিনটি বিড়াল—২ (১৯৬৮), ঐ, ২৯.৫ x ৩৯ সে. মি.
৩. শিল্পী ও বিড়াল (১৯৬৮), ঐ, ২৮.৫ x ২৩৯ সে. মি.
৪. ক্রীপার অন এ ফেন্স (১৯৬৮), ঐ, ২৯ x ৩৯.৬ সে. মি.
৫. স্প্রিং (১৯৭১), রঙীন, ২২ x ২৬ সে. মি.
৬. ল্যাণ্ডস্কেপ (?) সাদাকালো, ১৮ x ২৩.৫ সে. মি.

[এচিং]

১. ওমেন ইউথ গ্রেইন (৩০ -এর আগে?), ১৬.৫ x ৯.৫ সে. মি.
২. মা ও ছেলে (১৯৩৯), এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৭ x ১৩.৫ সে৬ মি.
৩. গার্ল আণ্ডার এ ট্রি (১৯৩৯), ৭x ৭ সে. মি
৪. ওমেন উইথ চিল্ড্রেন (১৯৩৯?), ১১ x ২১৪.৫ সে. মি.
৫. কুকুর (৩০ -এর পর), ৭ x ১১ সে. মি.
৬. স্নান (৩০ -এর পর), ২০ x ১২.৫ সে. মি.
৭. মিথুন (৪০ -এর আগে), ১৬ x ১০ সে. মি.
৮. মাছধরা (৪০ - এর আগে), ১০.৫ x ১৫ সে. মি.
৯. রিম্যুভিং দ্য থ্রর্নস্ (১৯৪১?), ২০ x ১২.৫ সে. মি.
১০. রাস্তার দৃশ্য (নেপাল)—১ (১৯৪৫), এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৩ x ৯.৫ সে. মি.
১১. রাস্তার দৃশ্য (নেপাল)—২ (১৯৪৫), ১৮.৫ x ১০ সে. মি.
১২. কমরেড (১৯৪৬ - ৪৮), ১০.৫ x ১৬ সে. মি.
১৩. রীপার (৫০ -এর আগে), ১৯.৫ x ১২.৫ সে. মি.
১৪. মা ও ছেলে (১৯৪০ অথবা ৫০), ড্রাইপয়েন্ট, ১২.৫ x ১৮.৫ সে. মি.
১৫. লাঞ্চ ইন্ দ্য ফিল্ডস (৫০ -এর মাঝামাঝি), ১০ x ১৪.৫ সে. মি.
১৬. দিনের শেষে (৫০ -এর পর অথবা ৬০ -রে আগে), ১৬.৫ x ২৩ সে. মি.
১৭.কম্যাণ্ড (১৯৬৭), ২০ x ১৮ সে. মি.

[১৯৭৯ সালের শেষভাগে রামকিঙ্করের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য- গুলি যখন কলাভবনের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয় সেইসময়ে, তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় শুরু করা হয় এই তালিকাপঞ্জী তৈরির কাজ। মূলত ঃ দু'জন সংকলক, আর. শিবকুমার এবং জনক ঝঙ্কার নারজারি তালিকাপঞ্জীটি তৈরী করলেও এই গ্রন্থের কাজ চলাকালীন এদিক - ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও বেশ কিছু গোড়ার দিককার কাজ বর্তমান সম্পাদকের নজরে আসে। সেইসব কাজও এই তালিকায় অন্তভুক্ত হয়েছে। তালিকাভুক্ত শিল্পকাজগুলি নির্মাণের সময়সীমা যতদূর সম্ভব যথাযথ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি যে ঘটতে পারে না এমন দাবী যায় না। কেউ যদি সেটি আমাদের নজরে নিয়ে আসেন পরবর্তী সময়ে আমরা সেগুলির সংশোধনে সচেষ্ট থাকব। এই তালিকা সম্পূর্ণ বলেও দাবী করা যায় না। তাঁর প্রধান - প্রধান তৈলচিত্র বা ভাস্কর্যগুলি তালিকাভুক্ত হলেও এখানে বলা প্রয়োজন, তালিকাভুক্তজলরঙ ও স্কেচগুলি হল তাঁর ঐ সৃষ্টি কাজের একদশমাংশ মাত্র। বাকী বিপুল নির্মাণের কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না আজ। তবুও আশা করা যায় তালিকাপঞ্জীটি থেকে রামকিঙ্করের সমগ্র সৃষ্টিপর্বের সঙ্গে পাঠকেরা একঝলক পরিচিত হতে পারবেন। এই তালিকায় শিল্পকাজগুলি সংগ্রহের স্থান যেক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে সেক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন - কোন ক্ষেত্রে সংগ্রহের স্থান কোন - ভাবেই উল্লেখ করা হয়নি। কারণ সেইসব কাজগুলির প্রায় সবই দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট -এর সংগ্রহে আছে। সম্পাদক]

সংকলন : আর, শিবকুমার ও জনক ঝঙ্কার নারজারি